উপসংহার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পুরানো জীবনবোধের নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিশ্বাসের ভিত গিয়েছিল নড়ে। প্রতীচ্যের নতুন ভাবাদর্শ তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রবলভাবে। একথা সত্য যে আমাদের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাবে বহু পুরানো, কিন্তু আধুনিক মানসতা আমরা প্রতীচ্য থেকে আবার নতুন করে পেলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। এই প্রথম শুধু ইংল্যান্ড নয় গোটা ইউরোপের জীবনধর্মকে আমরা পেলাম তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে। ফলে আমাদের সাহিত্যে নানা দিক থেকে পরিবর্তন এলো। যেহেতু সমাজের অগ্রণী শ্রেণীর মানুষরাই প্রথম এ ধরণের পরিবর্তন গুলিকে বুঝতে পারেন এবং প্রকাশ করতে পারেন তাই তাঁদের লেখাতেই আমাদের ক্রমপরিবর্তমান জীবন ধরা পড়তে লাগলো। তারই ভিতর থেকে উঠে এলো মানুষের মানবতার মূল্য — নারীর জীবনাধিকারের দাবি বর্গের বেড়া ভেঙে উঠে এলো নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে চিত্রিত করার অভিপ্রায়। এই চলমানতা বাংলা সাহিত্যে অনেক নূতন দিক খুলে দেয়। তখনো রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যাকাশে দীপ্যমান। লক্ষ করবার বিষয় তাঁরই লেখা বদলে গিয়েছিল সময়ের আর সময়ের দ্বারা উদ্বেজিত জীবনচেতনার আঘাতে। তিরিশের শুরুতেই যে সব আধুনিকেরা এসেছিলেন তাদের মধ্যেও ধরা পড়ছিল এই সময়ের চিহ্ন। মানিকের উপন্যাস ও গল্পে, তারাশঙ্করের লেখায় এই সময় উঠে আসছিলো বাঙালী সমাজের ক্ষয় আর ক্ষয় ভেঙে জেগে ওঠার দ্বন্দ্বে। এই সময়চেতনার কবি জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে আর সমর সেনেরা। আধুনিকেরা জীবনের যে জটিলতার ফাঁসকে ধরতে, বুঝতে আর সেই জটিল মানুষকে আঁকতে বসেছিলেন — তার রূপ জীবনানন্দের গল্পে উপন্যাসে আশ্চর্য সার্থকতায় ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে লেখা আমরা পেয়েছি অনেক পরে। জগদীশ গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুবোধ ঘোষের লেখায় সেই মানব সমাজ ও মানব জীবনের গ্রন্থিলতা আর এক ভাবে ফুটেছে।

সুবোধ ঘোষের লেখা পড়লে যেটা ধরা পড়ে তা হল সমকালীন জীবনের নানা জটিলতার জটিল গ্রন্থনা। তাঁর গল্পের প্রায় সব মানুষই নাগরিক মানুষ। আর এই মানুষেরা কেউই জগদীশ গুপ্তের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের – তারাশঙ্করের তো নয়ই — গল্প-জগতেরই মানুষ নয়। এই সব নরনারী বাঙালী সমাজের ভিতর থেকেই তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। নিজের কালকে চেনবার এবং তার মানুষকে বোঝাবার মত শক্তি তাঁর ছিল। এই শক্তি যে কী তা যে লেখকের থাকে না, তিনি অনুধাবণ করতে পারবেন না। এমন নয় যে যন্ত্র নিয়ে গল্প লিখেছেন বলেই তাঁর অযান্ত্রিক এত ভালো গল্প। কিংবা এমনও নয় যে যন্ত্রের উপমায় মানুষকে চিহ্নিত করতে পারলেই ভালো গল্প গড়ে ওঠে। আসলে দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যই লেখকের গল্প লেখার মূলধন। এই স্বাতন্ত্র্য হল তার সময়কে চেনার ক্ষমতা। এ জন্যই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কান্তিকুমারের মতো মানুষকে। পুরানো মধ্যবিত্ত মূল্যচেতনার শেষ অভিশাপ রূপে নিজের দুর্বল অস্তিত্বকে কীভাবে প্রবলের সামনে এরা সমূলে বিনষ্ট হতে দিচ্ছে তা এইসব গল্পে লেখক ধরতে

পেরেছিলেন। আসলে তো সমাজের মানুষকে আমরা চিনতে পারি না। তারা আমাদের মধ্যেই ঘোরে। কান্তিকুমার, অহিভূষণ, মাধব গাঙ্গুলী এরা আমাদের পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার ফসল। এই অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই এরা জন্মেছে। আগে এদের মতো মানুষ আমরা পাই নি। জগদীশ গুপ্ত যে মানুষকে দেখেছিলেন এরা তার চেয়ে অনেক পরিবর্তিত মানুষ। এই মানুষকে সুবোধবাবু চিনেছিলেন। 'গোত্রান্তর'এর সঞ্জয়, 'ফসিল'এর মুখার্জী, 'স্নানযাত্রা'র ইন্দুনাথ, 'পারমিতা'র মনোময় এরা সব নূতন কালের মানুষ। এই কালের মানুষকে সব লেখক সমানভাবে চিনে উঠতে পারেননি। সুবোধবাবু পেরেছিলেন। জতুগৃহের মতো গল্পে তিনি যে আধুনিক কালের জটিল মানুষকে এঁকেছিলেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে মেলা ভার। হয়তো এই মানুষের চরিত্রাঙ্কন রবীন্দ্রনাথই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর 'তিনসঙ্গী' গল্পের যে মানুষকে আমরা দেখি তা এই নূতন কালকে চেনবার সাক্ষ্য। সুবোধবাবুর গল্পে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রোত্তর কালের আধুনিক মানুষও তার জীবন বৈচিত্র্য এবং জীবন জটিলতা।

স্বকালের জীবন জটিলতা সুবোধবাবুর গল্পে যে ভাবে ধরা পড়েছে উপন্যাসে সেভাবে পড়েনি। এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন যে কেন তিনি উপন্যাসে এই জীবন জটিলতার মূল কেন্দ্রকে ধরতে পারলেন না। আমাদের মনে হয় গল্পে নিজের হৃদয়কে যে ভাবে তিনি ধরতে পেরেছেন, যেভাবে মানুষকে তিনি আঁকতে পেরেছেন, উপন্যাসে তা তিনি পারেননি। এর দুটো কারণ সম্ভব। প্রথমত, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকের মধ্যে শিল্পের প্রশ্নে কোনো আন্তর সংযোগ থাকাটা জরুরি নয়। যিনি ভালো গল্প লেখেন তিনিই যে ভালো উপন্যাস লিখবেন এমন নাও হতে পারে। ফলে ভালো গল্পকার যে ভালো উপন্যাস লিখবেন সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। তবু বাংলা সাহিত্যে গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের শিল্পক্ষমতার সহাবস্থান দেখা যায়। সুবোধবাবুর ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। দ্বিতীয় কারণ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির যে ব্যাপ্তি এবং জীবনবোধের যে বিশালতা তার অভাবে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে উপন্যাস খন্ডিত হয়ে পড়তে পারে। সুবোধবাবুর উপন্যাসে সেই জিনিসটির অভাব ঘটেছে বলে মনে হয়। তাঁর গল্পে অবিস্মরণীয়ভাবে ফুটে ওঠে মানুষের যে জটিল জীবনচ্ছবি – তার মধ্যে গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপ্তিও আছে কিন্তু সমগ্রভাবে মানুষকে দেখার ইচ্ছেটা কম। সব মানুষকেই তিনি এই খন্ডিত এক দর্পণে দেখেছেন। এই পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা অবিসংবাদী। বহু ব্যস্ত জীবনকে আঁকবার শক্তিও তাঁর যথেষ্ট তবু কোনো মানুষের জীবনকে উপন্যাসোপম সমগ্রতায় গেঁথে তোলার ক্ষমতা যেন তাঁর তেমন ছিল না। এজন্য তাঁর গল্পের মানুষেরা খন্ডিত দর্পণে ভেসে ওঠা ছবি হিসেবে অনবদ্য কিন্তু গোটা মানুষ তিনি কমই এঁকেছেন। এজন্য গল্পের মানুষ তাঁর লেখায় বেশি উজ্জ্বল। এজন্য তারা উপন্যাসের মানুষ হতে পারে না। আর একটি কথা। সুবোধবাবুর উপন্যাসগুলি কেন্দ্রিত হয়েছে বিশেষ এক মতাদর্শকে নিয়ে বা কোনো বক্তব্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে। অবশ্য আমরা এক জটিলতার মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকে পড়তে বাধ্য হলাম। কারণ পৃথিবীর বহু ভালো রচনাই উদ্দেশ্যমূলক হয়েও ভালো সাহিত্য হয়েছে। সুবোধবাবুর গল্পগুলির মধ্যে সে রকম উদ্দেশ্য নেই – তাও বলা যায় না। তবে গল্পগুলির মধ্যে সে উদ্দেশ্য আছে সুন্দরী নারীর ত্বক লাবণ্যের

মধ্যে অন্তর্লীন শিরার মতো। তাই তার সৌন্দর্য শিরা কন্টকিত হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। মানবিক সম্পর্ক এবং মানব জীবন বর্ণনাই তার গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। অথচ উপন্যাসের তার ব্যত্যয় ঘটেছে। তিনি তিলাঞ্জলিতে বামপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতার চিত্র এঁকেছেন। 'একটি নমস্কারে' উপন্যাসে গ্রামগুলির মধ্য থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরীর কথা এনেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও এরকম এক একটি বক্তব্য প্রতিপাদনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। এর ফলে সাধারণ সহজ জীবনাকৃতি থেকে যে উপন্যাস রচনার কাজ হয়ে থাকে, লেখক যেন তাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। ফলে উপন্যাসে তাঁর সে শিল্পসিদ্ধি আয়ত্ব হয়নি। শিল্পী হিসাবে গল্পগুলিতে সুবোধবাবুর প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধি আয়ত্ব হয়েছিল। উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার হীরকদ্যুতি তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো না।

কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁর দুই শ্রেণীর গল্পকে নিয়ে। প্রথম শ্রেণীর গল্প প্রাচীন ভারতবর্ষীয় জীবনের পটে লেখা 'ভারত প্রেমকথা' আর দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প হল শেষ জীবনের পশু-প্রকৃতি-প্রেম যেন তাঁর শিল্প চেতনার সম্প্রসারণ। যে জীবনকে তিনি আধুনিক মানসতা নিয়ে দেখেছেন, তার রূপ ফুটেছে তাঁর গল্পে। এর বাইরে তাঁর মনের যে কল্পনাবৃত্তি কিংবা তাঁর যে সহজ জীবনাকৃতি তার অভিব্যক্তি এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে ফুটেছে বলে আমরা মনে করি। ভারত-প্রেমকথায় অতীত জীবনচারিতার মধ্যে শিল্পীর যে কল্পা মানস বিহার সে তাঁরই সত্তার আর একটি দিক। বাস্তবে প্রবল চাপের মধ্যে এ হল কল্পনায় একটি সবল, সুস্থ সুন্দর জীবনরসাস্বাদন। অন্যপক্ষে পশু-প্রেম-প্রকৃতিতে ধরা পড়েছে শিল্পীরই জীবন রসাস্বাদনের অন্য এক মনোভঙ্গী। নিবিড় বাস্তবের যে প্রবল চাপে শিল্পীমন ভারাতুর এ যেন সেখান থেকে সরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটা অভিপ্রেত জীবনকে আঁকড়ে ধরা। এইভাবে বাংলা সাহিত্যের গল্প উপন্যাসে সুবোধবাবু যে বিষয়গত এবং প্রকরণগত অভিনবত্ব এনেছেন, তার বিস্তার বৈচিত্র্য ও গভীরতা এ সবের জন্য তাঁকে ভাবীকাল স্মরণ করবে। আমাদের এই বিশ্লেষণে আমরা সেই জীবন জটিলতার শিল্পীমানসকে ধরার এবং গল্পে তাঁর রূপকে বোঝবার চেষ্টা করেছি।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়	বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, গ্রন্থালয় প্রা: লি:, কলকাতা ১ম সংস্করণ, ২২শে শ্রাবণ ১৩৯৪
সরোজ দত্ত	ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৩
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৩
ড: সুকুমার সেন	বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাব্লিশার্স লি:, কলকাতা ২৫সে মার্চ ১৯৯১
ড: সুকুমার সেন	বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড), আনন্দ পাব্লিশার্স, কলকাতা
সুতপা ভট্টাচার্য	কথাসাহিত্যের একলা পথিক — বিভূতিভূষণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫
সুধীরচন্দ্র সরকার	(সম্পাদনা) পৌরাণিক অভিধান, এন সি সরকার এন্ড সন্স, প্রা:লি: কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৮
শঙ্খ ঘোষ	নির্মাণ আর সৃষ্টি, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ৩০শে চৈত্র ১৩৯৯
শঙ্খ ঘোষ	উর্বশীর হাসি, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩
শঙ্খ ঘোষ	ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাব্লিশিং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৩৮০
ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৪
হরপ্রসাদ মিত্র	সাহিত্যের নানা কথা, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, মাঘ ১৩৯০
Naresh Chandra	New Criticism, Doaba House, Delhi
Rene Wellek & Austin Warren	Theory of Literature, Penguin Books (England)

অন্যান্য পঠিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এবং সুবোধ ঘোষের রচিত ও মুদ্রিত সমস্ত রচনা।

পত্র পত্রিকা

সাহিত্য সাময়িকী (বাংলাদেশ), সম্পাদনা শিরিন সুলতানা, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮৮

দেশ — ২০-২-১৯৯৫/২২-১২-১৯৬২/১৫-৩-১৯৮০/৩-৮-১৯৯৫

সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা - ১৩৯০

আনন্দবাজার পত্রিকা ১০ই মার্চ ১৯৮০

দৈনিক বসুমতী - ১৩৮৯ শারদীয়া সংখ্যা

বিভাব - সংখ্যা-৩৪, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

সাহিত্য সংস্কৃতি - শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৭৭